দৈনিক ইত্তেফাক

পড়ালেখার উদ্দেশ্য কি সার্টিফিকেট জোগাড় মাত্র?

প্রকাশ : ০১ এপ্রিল ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

আরাফাত হোসেন ভূঁইয়া

আমি তিনশতেরও অধিক স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেছিলাম, আপনারা কেনো পড়ালেখা করছেন, অথবা এক যুগেরও বেশি সময় ধরে যে হাজার হাজার বইয়ের পাতা চুকালেন তাতে আপনার আর আপনার জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কতটুকু প্রতিফলন ঘটছে, কি আপনার প্রাপ্তি, কেনই বা করছেন পড়ালেখা? বিশ্বাস করুন তাদের কেউ জীবনে ভালো থাকতে চায়, কেউ ভালো চাকরি করতে চায়, কেউ লোকের কাছে সম্মান পেতে চায় কিন্তু তাদের কেউই দেশের সুনাগরিক হতে পড়ালেখা করছে না। করবেই বা কিভাবে, আমার দেশ কি শিক্ষার্থীদের জীবনের বিশাল একটি অংশ কেড়ে নেওয়ার বিপরীতে আদৌ তাদেরকে কয়েকটি কাগজে সার্টিফিকেটের বেশি কিছু দিতে পারছে? পড়ালেখাটা এখন চাকরির জন্য হয়ে গিয়েছে, বেশ কিছু শিক্ষার্থী তাই বললো যে চাকরির জন্য সার্টিফিকেট লাগবে আর সেই কয়টা সার্টিফিকেটের জন্য বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে বই নামের ঘাস খেতে হয় তাদের। এই মুখস্থভিত্তিক বা পুস্তকভিত্তিক তাত্ত্বিক শিক্ষাপদ্ধতি কি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার ধ্বংসস্তূপ মাত্র নয়? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের পড়ালেখার উদ্দেশ্য দিয়েছে ভালো রেজাল্ট করা। সমাজ তাকে গণে যে জিপিএ ৫ পায়, অভিভাবকরা তাকে স্নেহ করে যে এ+ পায়, জব সেক্টরও সেই কাগজে সার্টিফিকেটই খুঁজে। তাই ছেলেটি বিশ্বাস করে আমাকে জিপিএ ৫ পেতে হবে, তাই আমি পড়ছি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়, যেটি কিনা নিত্য নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের জায়গা, সেই জায়গায়ও কি যুগের পর যুগ ধরে সিজিপিএর টানে বইয়ের পাতা মুখস্থই সবকিছু নয়? আর এই সিজিপিএ পেয়েও কি আদৌ তাদেরকে এই দেশ কর্মসংস্থান দিতে পারছে? এ ব্যর্থতা কি আমাদের অগোছালো শিক্ষাব্যবস্থার নয়? আপনি কেন পড়ছেন বা পড়াচ্ছেন এই প্রশ্নের উত্তরে যারা পড়ে, যারা পড়ায় আর যারা অভিভাবক তাদের সকলের উত্তর এক না হওয়া কি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা নয়? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য যদি হয় একজন সুনাগরিক তৈরি করা, তাহলে সমাজ জানবে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করছে। কারণ তারা সুনাগরিক হবে, ছাত্ররা জানবে তারা সুনাগরিক হতে পড়ালেখা করছে, শিক্ষকরা জানবে তারা সুনাগরিক তৈরি করার দায়িত্ব পালন করছে।

জাতীয় লক্ষ্য যদি হয় রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ জনবল তৈরি করা এবং জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য তবে এটাই হবে শিক্ষার মানদণ্ড। যদি এ মানদণ্ড ঠিক না হয় তাহলে কি দরকার এই কাগজে পড়ালেখার? যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে স্বয়ং তারাই যদি না জানে জাতীয় উন্নয়নে তাদের ভূমিকা কি, অথবা তাদের এই দেড়যুগের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভবিষ্যত্ কী, তাহলে আমি বলবো ব্যর্থ আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থা। সিজিপি-এর মানদণ্ডে নয়; বরং দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা, আদর্শের সমন্বয়ে দেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করত জাতীয় উন্নয়ন হোক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় হবে এই জাতীয় লক্ষ্য হাসিলের প্রশিক্ষণাগার; জিপিএর মানদণ্ডে নিজেকে গড়ে তুলতে বইয়ের পাতা নামের কারাগার যেন না হয়।

n **লেখক :শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।